রিয়াল দেখিয়ে দিল মাদ্রিদ কার

গত মৌসুমের লিগ শিরোপা জেতার পর দলবদলের বাজারেও রিয়াল মাদ্রিদ আর বার্সেলোনাকে বেশ ভালো ব্যবধানেই পেছনে ফেলেছিল আতলেতিকো মাদ্রিদ। রদ্রিগো দি পল, আঁতোয়ান গ্রিজমান, মাতেউস কুনিয়ার মতো একাধিক কার্যকরী খেলোয়াড় দলে টেনে অনুচ্চারে জানিয়ে দিয়েছিল, শিরোপা ধরে রাখার জন্য যা যা করা দরকার, তা-ই করতে রাজি তারা।

ওদিকে লিওনেল মেসি আর সের্হিও রামোসের ক্লাব ছাড়ার কারণে দুই শিরোপা প্রতিদ্বন্দ্বী বার্সা ও রিয়াল কাগজে-কলমে খর্বশক্তির হয়ে গিয়েছিল। বার্সেলোনা মাঠের খেলাতেও ধার হারিয়েছে।

কিন্তু লিগ শুরু হওয়ার পর প্রতি সপ্তাহেই রিয়াল দেখিয়ে দিচ্ছে, কাগজে-কলমে যতই তাদের খর্বশক্তির মনে হোক না কেন, মাঠের খেলায় সেটার প্রকাশ সামান্যই। পয়েন্ট তালিকায় এমনিতেই শীর্ষে ছিল তারা। গত রাতে নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী আতলেতিকো মাদ্রিদকে ২-০ গোলে হারিয়ে রিয়াল বুঝিয়ে দিল, রামোস-ভারান চলে গেলেও এই রিয়ালের ধার কমেনি।

করিম বেনজেমা আর মার্কো আসেনসিওর গোলে পুরো তিন পয়েন্ট পকেটে পুরেছে তারা। দুটি গোলেই সহায়তা করেছেন এই মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে থাকা ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

প্রথাগত কোনো রাইটব্যাক এই ম্যাচে খেলেননি আতলেতিকোর হয়ে। স্প্যানিশ মিডফিল্ডার মার্কোস ইয়োরেন্তেকে খেলানো হয়েছে সে পজিশনে। ফলে ভিনিসিয়ুসকে আটকে রাখার দায়িত্বটাও তাঁরই ছিল। তবে ভিনিসিয়ুস নিজেকে কোনো একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ রাখেননি। কখনও ডানে খেলেছেন, কখনও বাঁয়ে। প্রথম গোলের সহায়তাও বাঁ দিক থেকে নয়, করেছেন ডান দিক থেকে। সেখান থেকে তাঁর ক্রসে সুন্দর ভলি করে ১৬ মিনিটেই দলকে এগিয়ে দেন বেনজেমা।

৩৫ মিনিটে আতলেতিকোকে সমতায় ফেরানোর সুযোগ পান গ্রিজমান। বক্সের বাইরে থেকে পাওয়া ফ্রি-কিকটা জায়গামতো মারলেও রিয়ালের বেলজিয়ান গোলকিপার থিবো কোর্তোয়া দুর্দান্তভাবে আটকে দেন। ম্যাচে চোটের কারণে আর তেমন ভূমিকা রাখতে পারেননি এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জায়গায় মাঠে নামানো হয় পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড জোয়াও ফেলিক্সকে।

এই পরিবর্তনে আরেকটু হলে কাজও হয়ে যাচ্ছিল। ৫০ মিনিটে ফেলিক্সের পাস থেকে ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড মাতেউস কুনিয়ার দারুণ শট নিয়েছিলেন, কিন্তু আবারও আটকে দেন কোর্তোয়া।

৫৭ মিনিটেই আবারও রিয়ালের গোল। ভিনিসিয়ুসের ডিফেন্সচেরা পাস থেকে ডি-বক্সের মধ্যে প্রায় ফাঁকায় দাঁড়িয়ে থাকা আসেনসিও বাঁ পায়ের প্লেসিংয়ে আরও এগিয়ে দেন রিয়ালকে।

এই জয়ে ১৭ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট পাওয়া হয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদের। এক ম্যাচ কম খেলে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সেভিয়া। ২৯ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আতলেতিকো। ওদিকে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে আট নম্বরে বার্সেলোনা।

মুশফিক-লিটন ভালো খেলছে না, নতুনদের সুযোগ দিতে হবে

মুশফিকুর রহিমকে জাতীয় দলের ত্রাতাই বলা চলে। দলের প্রয়োজনে একাধিক ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে পেয়েছেন ‘ডিপেন্ডেবল’ ক্রিকেটারের খ্যাতি।

কিন্তু সবশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স করতে পারেননি। ৮ ম্যাচে ১৮ গড়ে করেছেন মাত্র ১৪৪ রান। যে কারণে তাকে নিয়ে কম সমালোচনা হয়নি। বিশ্বকাপে বাজে পারফরম্যান্সের কারণে পাকিস্তানের বিপক্ষে সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি সিরিজের দলে জায়গা পাননি মুশফিক।

দল থেকে বাদ পড়ে হতাশায় ভেঙে পড়া মুশফিক মেজাজ হারিয়ে মিডিয়ার সামনে কথা বলে ক্রিকেট বোর্ডের কাছ থেকে শোকজ লেটার পান।

অবশ্য সেই সমস্যা মিটে গেছে। টি-টোয়েন্টি সিরিজে সাইড বেঞ্চে বসার সুযোগ না পেলেও পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেছেন।

মুশফিকের মতো একই অবস্থা লিটন দাসের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ এই তারকা ব্যাটসম্যান। ৭ ম্যাচে করেছেন মাত্র ১২৮ রান। ধারাবাহিক পারফর্ম করতে না পারায় বাদ পড়েন পাকিস্তানের বিপক্ষে হোম সিরিজে। তবে টেস্টে সুযোগ পেয়ে চট্টগ্রামে করেছেন সেঞ্চুরি।

শনিবার বিকেএসপিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন বলেন, আমাদের টিম মোটামুটি ফিক্সড। কিন্তু দল যে নিউজিল্যান্ডে গেল, সেখানে তামিম-সাকিব-রিয়াদ নাই। এটার ইমপ্যাক্ট তো আসবে।

মুশফিক-লিটন প্রসঙ্গে বিসিবি সভাপতি বলেন, মুশফিক-লিটন দাস ভালো খেলছে না, তো তাদের জায়গায় নতুন কাউকে তো সুযোগ দিতে হবে। সেটা দিতে গিয়েই দলে বিভিন্ন চেঞ্জ করে ম্যানেজমেন্ট। তবে আমার ধারণা এটা তারা ভালো চিন্তাতেই করে।

বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের পর ‘ইংলিশ বিভ্রাট’ এবং অস্ট্রেলিয়ার জয়

নাথান লায়নকে বাদ দেওয়ার আলোচনাও উঠেছে। ব্রিসবেন টেস্ট খেলতে নামার আগে শেষ ৯ উইকেট পেতে হাজারের বেশি বল করেছেন। এক দশক ধরে শুধু অফ স্পিনেই ভরসা রেখে যাচ্ছেন এ স্পিনার। বৈচিত্র্য নেই বললেই চলে।

কিন্তু লাইন-লেংথ নিখুঁত হলে ও বাঁক পেলে, তার সঙ্গে যদি শিকারির ধৈর্যও থাকে তাহলে সাফল্য এক সময় না এক সময় ধরা দেবেই।

ব্রিসবেন টেস্টের কথাই ধরুন। ৩৯৯ উইকেট নিয়ে খেলতে নেমেছিলেন লায়ন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে কাল তৃতীয় দিন পর্যন্তও ২৪ ওভার বল করে উইকেটশূন্য।

কিন্তু আজ চতুর্থ দিন সকালে মিলেছে আলোর দেখা। লায়নের আলোতেই অ্যাশেজে প্রথম টেস্টে আজ ৯ উইকেটে জিতে গেল অস্ট্রেলিয়া।

১৫৯ রানে অবিচ্ছিন্ন থাকা জো রুট-ডেভিড ম্যালান জুটিকে আজ সকালে

নিজের দ্বিতীয় ওভারেই ভাঙেন লায়ন। ৮২ রানে ম্যালানকে লায়ন তুলে নেওয়ার পরই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং।

২ উইকেটে ২২০ রানে তৃতীয় দিন শেষ করা ইংল্যান্ড আজ ৭৭ রান তুলতে বাকি ৮ উইকেট হারায়। লায়ন একাই নেন ৪ উইকেট। এর মধ্য দিয়ে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম অফ স্পিনার হিসেবে ৪০০ উইকেটের দেখা পেলেও লায়ন সবচেয়ে বড় উদযাপনটা করেছেন সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ার জয়ের পর।

নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ইংল্যান্ড ২৯৭ রানে অলআউট হওয়ায় জয়ের জন্য মাত্র ২০ রানের লক্ষ্য পায় অস্ট্রেলিয়া। এ ম্যাচ ১০ উইকেটে জিততে না পারার দুঃখ থাকবে স্বাগতিকদের।

কেননা, অ্যালেক্স ক্যারি ও মার্কাস হ্যারিস ওপেন করলেও ক্যারিকে
(৯) তুলে নেন ওলি রবিনসন। মারনাস লাবুশেনকে নিয়ে ৯ উইকেটের জয় এনে দেন হ্যারিস (৯)। হ্যাঁ, ডেভিড ওয়ার্নার ব্যাটিংয়ে নামেননি।

প্রথম ইনিংসে পাঁজরে চোট পাওয়া ওয়ার্নার ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ফিল্ডিংয়েও নামেননি। ব্রিসবেন টেস্ট জিতে অ্যাশেজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়া অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে ওয়ার্নারের চোট।

আজ চতুর্থ দিনেও বিতর্ক এড়াতে পারেনি ব্রিসবেন টেস্ট। বিদ্যুৎ-বিভ্রাটের কারণে প্রায় ২৫ মিনিট টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার দেখা যায়নি। এ সময় কোনো উইকেট না পড়লেও বিদ্যুৎ-বিভ্রাট কাটার পরই আঘাত করেন লায়ন।

ম্যালানকে সিলি মিড অফে লাবুশেনের ক্যাচ বানিয়ে ১৬তম বোলার ও তৃতীয় অস্ট্রেলিয়ান হিসেবে টেস্টে ‘ফোর হানড্রেডস ক্লাব’-এর দেখা পান লায়ন।

ম্যালান আউট হওয়ার দুই ওভার পরই রুটকে (৮৯) তুলে নেন ক্যামেরন গ্রিন। এরপর ইংল্যান্ডের ইনিংস স্রেফ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে।

অধিনায়ক হিসেবে নিজের অভিষেক টেস্টেই জয়ের পর অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক প্যাট কামিন্স বলেন, ‘সবার জন্য খুব গর্ব হচ্ছে। পরিপূর্ণ পারফরম্যান্স।’

ওয়ার্নারের চোট নিয়েও জানান কামিন্স, ‘তাকে কাল মাঠে নামাতে চাইনি। কিন্তু আজ ও ভালো আছে। আমরা ঝুঁকি নিতে চাইনি। অ্যাডিলেডে আশা করি তাকে পাওয়া যাবে।’ বৃহস্পতিবার দিবা-রাত্রির

টেস্টে মুখোমুখি হবে দুই দল।

রুট–ম্যালানের জুটিতে ইংল্যান্ডের পাল্টা লড়াই

তৃতীয় দিনের শেষ অবধি টিকে রইলেন ইংলিশ অধিনায়ক জো রুট ও ডেভিড ম্যালান। ২৭৮ রানে পিছিয়ে থেকে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে ৬১ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ফেলার পর এই দুই ব্যাটসম্যানই নির্ভরতা দিলেন ইংল্যান্ডকে।

রুট ১৫৮ বলে ৮৬ আর ম্যালান ১৭৭ বলে ৮০ রানে অপরাজিত। রুট-ম্যালানের ২৯৪ বলে ১৫৯ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ব্রিসবেন টেস্টে অন্তত ড্রয়ের আশা দেখছে ইংল্যান্ড।

তৃতীয় দিন শেষে ইংল্যান্ডের সংগ্রহ ২ উইকেটে ২২০। এর আগে অস্ট্রেলিয়া তাদের প্রথম ইনিংস শেষ করেছেন ৪২৫ রানে অলআউট হয়। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে গুটিয়ে গিয়েছিল ১৪৭ রানে।

রুট আর ম্যালান ইংল্যান্ডের দুই ওপেনার হাসিব হামিদ আর ররি বার্নসের দ্রুত বিদায়ের পর হাল ধরেন। গ্যাবায় তৃতীয় দিনের শেষ দুই সেশনে স্বচ্ছন্দে ব্যাট করেন দুজন। অস্ট্রেলীয় বোলিং আক্রমণকে বেশ আরামে খেলেছেন তারা।

রুট তাঁর ৮৬ রানের ইনিংসে বাউন্ডারি মেরেছেন ১০টি। ম্যালানও মেরেছেন ১০ বাউন্ডারি। রুট আজ একটা রেকর্ডও করেছেন। ৮৬ রানের ইনিংস খেলার পথে ইংলিশ ব্যাটসম্যান হিসেবে এক বর্ষপঞ্জিতে সর্বোচ্চ রান করলেন। ১৫৪১ রান করে তিনি পেছনে ফেলেছেন সাবেক ইংলিশ অধিনায়ক মাইকেল ভনকে।

২০০২ সালে ভন (১৪৮১) সে রেকর্ড করেছিলেন। গোটা ইনিংসটাই রুট খেলেছেন কাউকে কোনো সুযোগ না দিয়ে। অস্ট্রেলীয় স্পিনার নাথান লায়নকে বারবার রিভার্স সুইপ করে হতোদ্যম বানিয়েছেন। ৪০০তম টেস্ট উইকেটের অপেক্ষায় থাকা লায়নকে খুব সহজেই খেলেছেন দুজন।

ম্যালান টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর দ্বিতীয় শতকের অপেক্ষায়। এর আগের ইংল্যান্ডের শেষ অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনি পেয়েছিলেন প্রথম শতক। অধিনায়কের মতো অতটা স্বচ্ছন্দ না হলেও মন্দ খেলেননি। কয়েকবারই মাংসপেশিতে টান লাগায় শুশ্রূষা করতে হয় ম্যালানকে।

সকালে অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান ট্রাভিস হেড আক্রমণাত্মকই ছিলেন। কাল দ্বিতীয় দিন তিনি যেখানে শেষ করেছিলেন, আজ যেন শুরু করেছিলেন ঠিক সেই জায়গা থেকেই। ইংলিশ স্পিনার জ্যাক লিচকে আক্রমণ করে খেলেন।

তিনি আজ তাঁর শতকের ইনিংসটি নিয়ে গেছেন ১৫২ রানে। মিচেল স্টার্কও ৬৪ বলে ৩৫ রান করেন। নাথান লায়ন ২৪ বলে ১৫ করে অস্ট্রেলিয়ার সংগ্রহকে ৪২৫-এ নিতে ভূমিকা রাখেন। শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া অলআউট হয় মধ্যাহ্ন বিরতির আধ ঘণ্টা আগে।

নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে দুই ইংলিশ ওপেনারের শুরুটা ছিল সতর্ক। কিন্তু ররি বার্নস এবারও মিচেল স্টার্কের শিকার হন। গত পরশু অ্যাশেজ সিরিজের প্রথম বলেই স্টার্কের বলে বোল্ড হয়েছিলেন।

আজ তিনি স্টার্কের করা প্রথম ওভারের ষষ্ঠ বলে এলবিডব্লিউ হন। রিভিউ নিয়ে বেঁচে যান। যদিও ২৭ বলে ১৩ রানের বেশি তিনি করতে পারেননি। প্যাট কামিন্সের বলে উইকেটকিপার অ্যালেক্স ক্যারির ক্যাচ হন বার্নস।

আরেক ওপেনার হাসিব হামিদ ৫৮ বলে ২৭ করে আউট হন। তিনি ফিরেছেন স্টার্কের বলে ক্যারির ক্যাচ হয়ে। ৬২ রানে ২ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ডের যখন বিপর্যস্ত অবস্থা, ঠিক তখনই হাল ধরেন রুট ও ম্যালান।

কাল চতুর্থ দিনে ৫৮ রানের ঘাটতি পূরণ করে ইংল্যান্ড কত দূর যেতে পারে, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতকে পেছনে ফেলল পাকিস্তান

বাংলাদেশকে টেস্ট সিরিজে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ক্রমতালিকায় আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে গেছে পাকিস্তান।

এ মুহূর্তে ভারতকে টপকে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাবর আজমের দল। পয়েন্টের বিচারে ভারত এগিয়ে থাকলেও শতাংশের বিচারে অনেকটা এগিয়ে পাকিস্তান।

১০০ শতাংশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে শ্রীলংকা।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার পর প্রথমে মোট পয়েন্টের হিসেবে ক্রমতালিকা হতো। কিন্তু সব দেশ সমসংখ্যক সিরিজ না খেলায় এখন থেকে শতাংশের নিরিখে ক্রমতালিকা তৈরি করছে আইসিসি। সে তালিকাতেই ভারতকে থেকে অনেক এগিয়ে গেল পাকিস্তান।

এখনও পর্যন্ত ৪২ পয়েন্ট ভারতের। অন্যদিকে পাকিস্তানের ৩৬ ও শীর্ষে থাকা শ্রীলংকার পয়েন্ট ২৪। ইংল্যান্ড ১৪ এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ ১২ পয়েন্ট পেয়েছে।

কিন্তু শতাংশের নিরিখে শ্রীলংকার পরে পাকিস্তানের অবস্থান, ৭৫। এর পর ভারত ৫৮.৩৩। এর পর ইংল্যান্ড এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের অবস্থান যথাক্রমে ২৯.১৭ ও ২৫ শতাংশ।

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত ও পাকিস্তান দুদলই দুটি সিরিজ খেলেছে। সম্প্রতি নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে এ অবস্থানে উঠে এসেছে বিরাট কোহলির দল। আর পাকিস্তান বড় ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশকে।

তবে শ্রীলংকা একটি সিরিজ খেলেই শীর্ষে উঠে গেছে। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে ইংল্যান্ড ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংল্যান্ড একটি ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ দুটি সিরিজ খেলেছে।

কামিন্সের বীরত্বে ১৪৭ রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড

অ্যাশেজের প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংস স্থায়ী হলো মাত্র ৫০ ওভার ১ বল। এর মধ্যে ১৪৭ রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড।

বুধবার অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনে কামিন্সের বীরত্বে ইংল্যান্ড কোনো ব্যাটার বড় কোনো ইনিংস খেলতে পারেননি।

সর্বোচ্চ রান ৩৯ এসেছে জস বাটলারের ব্যাট থেকে। এর পর ওলিয়ে পোপ করেছেন ৩৫। হাসিব হামিদ ২৫ ও ক্রিস ওক করেছেন ২১ রান। এ ছাড়া বাকি কেউ দুই অংকের ঘরে যেতে পারেননি।

অস্ট্রেলিয়ার বোলার মিচেল স্টার্ক নিয়েছেন দুই উইকেট। জস হ্যাজলউড দুই উইকেট, ক্যামরন গ্রিন পেয়েছেন এক উইকেট।

ইংল্যান্ডকে গতিতে হার মানিয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স নিয়েছেন পাঁচ উইকেট।

পাঁচ টেস্টের এ সিরিজে ইংল্যান্ড অলআউট হওয়ার পর পর নামে বৃষ্টি। এ কারণে এখন খেলা বন্ধ রয়েছে

বাবরকে ফেরালেন খালেদ

খালেদের বল নিচু হয়ে যাওয়ায় বল মিস করেছেন বাবর। এলবিডব্লুর সিদ্ধান্ত রিভিউ করে বদলাতে চেয়েছিলেন পাকিস্তান অধিনায়ক। কিন্তু লাভ হয়নি। তৃতীয় টেস্ট খেলতে নামা খালেদের এটি প্রথম টেস্ট উইকেট।

২০০০ সালে বৃষ্টির কারণে প্রথম দিনের পর আর খেলাই হয়নি। পঞ্চম দিনে তাই একটি প্রস্তাব দেন দক্ষিণ আফ্রিকান অধিনায়ক হ্যান্সি ক্রনিয়ে। নিজেরা প্রথম ইনিংসে সন্তোষজনক রান করে ইনিংস ঘোষণা করবেন। ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে কোনো রান না করেই ইনিংস ঘোষণা

করবে। দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসেও সে কাজ করবে।

ইংল্যান্ড তখন চতুর্থ ইনিংসে সে রান তাড়া করবে। সে ম্যাচে ফল আনার জন্য এতে রাজি হয়েছিলেন নাসের হুসেইন। তাঁর দল জয়ও পেয়েছিল। কিন্তু পরে জানা যায়, এই প্রস্তাবের পেছনে ক্রনিয়ের বাজিকরদের সঙ্গে যোগসাজশই ভূমিকা রেখেছিল। তাই এখন আর এমন ঝুঁকিতে যাবেন না কেউ।

অন্য উপায়টি হলো, টানা দুইদিনের বৃষ্টিতে ভেজা পিচে উইকেট বৃষতি। তাহলেই দুই দিনে ম্যাচের ফল পাওয়া সম্ভব।

টেস্টে এক দিনে সর্বোচ্চ ২৭ উইকেট পড়ার রেকর্ডও আছে। সেটা অবশ্য ১৩৯ বছর আগের খবর।

নিকট অতীতে ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরু টেস্টে ভারত-আফগানিস্তান ম্যাচের দ্বিতীয় দিনে ২৪ উইকেট পড়েছিল। ২০১১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার সে বিখ্যাত ম্যাচের দ্বিতীয় দিনেও পড়েছিল ২৩ উইকেট। ২০০৩ সালে ঢাকা টেস্টের তৃতীয় দিনেও ১৮ উইকেট পড়ার রেকর্ড আছে।

শর্ট বল প্রত্যাশামতো উচ্চতায় না ওঠায় স্কয়ার দিয়ে চার খেয়েছিলেন ইবাদত। একটু পরই সেটা কাজে লাগল এই পেসারের। ওভারের শেষ বলে আবার শর্ট বল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিচু হয়ে যাওয়ায় ব্যাটে ঠিকভাবে লাগেনি। বল আকাশে উঠে যাওয়ায় সহজ ক্যাচ নিয়েছেন লিটন দাস।

দিনের প্রথম রানের পর এল প্রথম চার। ইবাদতকে অফসাইডে ঠেলে দিয়ে বাবর এক রান নিয়েছেন। পরের বলেই বাউন্সার দেওয়ার চেষ্টা করে চার খেয়েছেন ইবাদত।

প্রথম তিন দিনে মাত্র ৬৩.২ ওভার খেলা হয়েছে। ফলে ঢাকা টেস্টে ড্র ছাড়া অন্য কোনো ফলের কথা কল্পনা করা কঠিন।

তবে আজ বৃষ্টি আর বাধা না দিলে প্রথম সেশনে ১ ঘন্টা ৪০ মিনিট খেলা হবে। পরের দুই সেশনেও পূর্ণ ২ ঘন্টার খেলা হওয়ার কথা। আগামীকাল আধ ঘন্টা আগে খেলা শুরু করলেও ৯৮ ওভার যোগ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে ঢাকা টেস্টে ২৩০ ওভারের মতো খেলা সম্ভব।

মিরপুরের উইকেটে এর চেয়ে কমে টেস্ট ম্যাচের মীমাংসা হতে দেখা গেছে।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যকার টেস্টের ব্যাপ্তি ছিল ২১৪.৩ ওভার। আড়াই দিনের মধ্যেই দুই দল দুইবার অলআউট হয়েছিল।

২০১৪ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্টটিও তিন দিনে শেষ হয়েছিল। অক্টোবরের সে ম্যাচে সব মিলিয়ে ২৪৩.১ ওভার হয়েছিল।

মাঠের অবস্থা পরীক্ষা করতে গেছেন আম্পায়াররা। আবহাওওয়ার যে অবস্থা, তাতে খেলা দ্রুত শুরু হওয়ার আশা করছেন সবাই।

ঢাকা টেস্ট বৃষ্টির কবলে ছিল প্রথম তিন দিন। প্রথম দিনে তবু ৫৭ ওভার খেলা হয়েছিল। গত দুইদিনে মাত্র ৬.২ ওভার খেলা হয়েছে। কাল তো টিম হোটেল ছেড়ে মাঠেই যাননি খেলোয়াড়রা।

তবে আজ সূর্যের দেখা মিলেছে। বৃষ্টিও থেমে গেছে। মাঠের ও উইকেটের কাভার সরিয়ে নেওয়া জয়েছে এরই মাঝে। আশা করা হচ্ছে সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যেই খেলা শুরু হবে।

৩৪ বছর ধরে তো মেসি হয়েই আছি

ফুটবল ইতিহাসে প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে সপ্তমবারের মতো ব্যালন ডি’অর জিতেছেন লিওনেল মেসি। এ উপলক্ষেই ফরাসি সাময়িকী ফ্রান্স ফুটবলকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি।

প্রতিদিন মেসি হয়ে থাকা কতটা কঠিন? এমন প্রশ্নের জবাবে মেসি বলেন, আমি ৩৪ বছর ধরে তো মেসি হয়েই আছি, তাই এটাতেই অভ্যস্ত হতে শুরু করেছি। যা করেছি, যা পেয়েছি, আমি সন্তুষ্ট। তবে অস্বীকার করব না, কখনো কখনো একটু আড়ালে থাকতে পারলে ভালো লাগত।

তিনি আরও বলেন, কেউ আমাকে চিনছে না, এভাবে পরিবার নিয়ে সময় কাটাতে পারলে ভালো লাগত। তবে এ নিয়ে আমার অভিযোগ নেই। এভাবে মানুষের প্রশংসা পাওয়া, হাসিমুখ দেখা কিংবা কারও কাছ থেকে ছবি তোলার বায়না শোনা— এগুলো দারুণ ব্যাপার। আমি এখন এতেই অভ্যস্ত এবং এটাই আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

থিয়েরি অঁরি বলেছেন আপনি সাধারণ মানুষ নন? এমন প্রশ্নের জবাবে মেসি বলেন, অঁরি এমন একজন, যার সঙ্গে আমি ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করেছি, অনেক শিরোপা জিতেছি। আমাদের মধ্যে দারুণ সম্পর্ক এবং তিনি সব সময় আমার সম্পর্কে ভালো কথাই বলেন। তার মতো একজনের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া দারুণ ব্যাপার।

গার্দিওলার চোখে লিগের সেরা খেলোয়াড়ই টানছেন সিটিকে

কিছুদিন আগেই বড়মুখ করে ম্যানচেস্টার সিটির ম্যানেজার পেপ গার্দিওলা জানিয়েছিলেন, তাঁর চোখে বর্তমানে লিগের সেরা খেলোয়াড় পর্তুগিজ মিডফিল্ডার বের্নার্দো সিলভা।

আর বলবেন নাই–বা কেন? স্ট্রাইকারহীন ম্যানচেস্টার সিটিতে আক্রমণভাগে থেকে যেখানে নিয়মিত গোল করার মানুষই নেই, সেখানে মাঝমাঠ থেকেই বের্নার্দো সিলভা চেষ্টা করে যাচ্ছেন সাধ্যমতো।

গত রাতের আগপর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫ গোল করা হয়ে গিয়েছিল এই পর্তুগিজ মিডফিল্ডারের। গত রাতে ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে সে তালিকায় আরও ২টি গোল যুক্ত হলো।

বের্নার্দো সিলভার ২ গোল আর রাহিম স্টার্লিংয়ের ১ গোল মিলিয়ে ওয়াটফোর্ডকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। এই জয়ের ফলেই লিভারপুলকে হটিয়ে লিগের পয়েন্ট তালিকায় আবারও শীর্ষে উঠে গিয়েছে তারা। ওয়াটফোর্ডের হয়ে একমাত্র গোল করেছেন কুচো হার্নান্দেজ।

ম্যাচের চতুর্থ মিনিটেই স্টার্লিংয়ের গোলে এগিয়ে যায় সিটি। মাঝমাঠ থেকে সিলভার মাপা পাস খুঁজে নেয় বাঁ দিক থেকে ডি-বক্সে ঢুকে যাওয়া ইংলিশ মিডফিল্ডার ফিল ফোডেনকে।

ফোডেনের ক্রসে মাথা ছুঁইয়ে দলকে এগিয়ে দেন স্টার্লিং। ৩১ মিনিটে নিজেই গোল করেন সিলভা। অসাধারণ এক প্রতি-আক্রমণে জার্মান

মিডফিল্ডার ইলকায় গুনদোয়ানের এক শট ওয়াটফোর্ডের অস্ট্রিয়ান গোলরক্ষক ড্যানিয়েল বাখম্যান আটকে দিলেও বল চলে যায় সিলভার পায়ে। সেখান থেকে কঠিন কোণে দিয়ে বল জালে জড়ান ফর্মে থাকা এই মিডফিল্ডার।

৬৩ মিনিটে রাইটব্যাক কাইল ওয়াকারের কাছ থেকে বল নিয়ে বাঁ পায়ের দৃষ্টিনন্দন এক বাঁকানো শটে দলের ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন সিলভা। ৭৪ মিনিটে ম্যানচেস্টার সিটির গোলরক্ষক এদেরসনের শততম ক্লিন শিট রাখার আশায় পানি ঢেলে দিয়ে গোল করেন ওয়াটফোর্ডের কলম্বিয়ান উইঙ্গার কুচো হার্নান্দেজ।

আগুয়েরো চলে গেছেন মৌসুম শুরুর আগেই। একমাত্র স্ট্রাইকার হিসেবে থাকা গাব্রিয়েল জেসুসকেও গার্দিওলা উইঙ্গার হিসেবেই খেলাতে বেশি পছন্দ করেন। এ কারণে একেক দিন একেক মিডফিল্ডার স্ট্রাইকারের ভূমিকা পালন করছেন।

এক দিন ফোডেন, তো আরেক দিন স্টার্লিং। কোনো দিন মাহরেজ, তো আরেক দিন কেভিন ডি ব্রুইনা। গতকাল যেমন স্ট্রাইকার হিসেবে খেলেছেন জ্যাক গ্রিলিশ।

বের্নার্দো সিলভা বোঝেন ব্যাপারটা। বোঝেন বলেই মেনে নিয়েছেন, সবাইকে মিলেমিশে স্ট্রাইকারের দায়িত্ব পালন করতে হবে, ‘আমি জানি, আমাদের স্ট্রাইকার নেই।

কিন্তু আমরা জানি, আমাদের দলে অনেক খেলোয়াড় আছে, যারা সময়মতো বক্সে গিয়ে গোল দিয়ে আসতে পারে। এটাই আমরা চেষ্টা করি। আমার ভাগ্য ভালো, বল আমার কথা শুনছে!’

জোড়া গোল করে শিষ্য তাঁর দাবির যথার্থতা প্রমাণ করেছেন, গার্দিওলার সন্তুষ্ট না হয়ে যান কোথায়? ম্যাচ শেষে সে সন্তুষ্টিই ঝরে পড়েছে গার্দিওলার কণ্ঠ থেকে, ‘আমি ওকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ, আমি আগে যা বলেছিলাম, নিজের পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ও আমার কথাটাই প্রমাণ করেছে। তাই ওকে ধন্যবাদ দিতে চাই।’

ইতিহাসের তৃতীয় বোলার হিসেবে ১০ উইকেট নিলেন এজাজ

ভারতের বিপক্ষে মুম্বাই টেস্টে সব উইকেট তুলে নিলেন কিউই স্পিনার এজাজ প্যাটেল। ভারতের মাটিতেই অনিল কুম্বলের স্মৃতিতে মনে করিয়ে দিলেন তিনি। ভাগ বসালেন জিম লেকার ও অনিল কুম্বলের বিশ্বরেকর্ডে।

৪৭.৫ ওভার বল করে ১০ ভারতীয়র উইকেট শিকার করেন এজাজ। এতে ১২টি মেডেন রয়েছে। রান দিয়েছেন তিনি ১১৯ রান। ১০ উইকেটের মধ্যে স্টাম্প ভেঙেছেন দুইজনের, চেতেশ্বর পুজারা ও রবিচন্দ্র অশ্বিনের।

এলবিডব্লিউয়ের শিকার হয়েছেন ৩ জন – বিরাট কোহলি, ঋদ্ধিমান সাহা ও অক্ষর প্যাটেল। বাকিরা ক্যাচ তুলে আউট হয়েছেন এজাজের বলে। এজাজ প্যাটেল শুক্রবার ৪ উইকেট নিয়েছিলেন।

আজ (শনিবার) আরও ৬ উইকেট জমা করলেন ঝুলিতে। প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ছিল ৪ উইকেটে ২২১ রান। শনিবার এজাজের বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে ভারত আর মাত্র ১০৪ রান যোগ করতে পারে। দ্বিতীয় দিনে ৩২৫ রানে অল আউট হয়ে যায় টিম ইন্ডিয়া।

নিউজিল্যান্ডের দলে খেললেও এজাজের জন্ম ভারতের মুম্বাইয়ে। আর নিজের জন্মস্থান মুম্বাইয়ে টেস্ট খেলতে নেমে ইতিহাসের পাতায় ঢুকে গেলেন এ কিউই স্পিনার।

এর আগে এই অসাধারণ রেকর্ডটি প্রথম করেন ইংল্যান্ডের জিম লেকার। ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ম্যানচেস্টার টেস্টে ৫৩ রানে ১০ উইকেট নিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের এই অফস্পিনার। ১৯৯৯ সালে পাকিস্তানের বিপক্ষে ৭৪ রানে ১০ উইকেট নেন ভারতের লেগস্পিনার অনিল কুম্বলে।

সে হিসেবে জিম ও কুম্বলের পর তৃতীয় বোলার হিসেবে এ কীর্তি গড়লেন এজাজ।